ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

ফিচার-২১
আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

গোধূলি

।।সত্যজিৎ দত্ত।।

ডাক আসে। প্রতিবারই বইমেলা কমিটি চিঠি পাঠায়। কবি সম্মেলনে কবিতা পড়বার। বৈভবের মন যেতে সায় দেয় না। যাওয়া মানেই দুটো দিন ছুটি নিতে হবে। ভয় ভয় বুকে দাঁড়াতে হবে বসের সামনে। হাতের এপ্লিকেশনে লেখা থাকবে মিথ্যে কিছু। কবিতা পড়তে যাচ্ছি বলবার মতো সাহস বৈভবের নেই। কবিতা লেখে বলে অফিসে এমনিতেই কলিগরা ঠাট্টা করতে ছাড়ে না। শুধু মধুমিতাদি আলাদা। সুযোগ পেলেই বৈভবকে উৎসাহ দেয়। পড়তে চায় তার লেখা। মধুমিতাদি নিজেও এক সময় লিখতো। আজকাল পড়তে ভালোবাসে শুধু। সংসার আর অফিসের ঘেরাটোপে হারিয়ে গেছে নিজের লেখার সংসার। ফাল্গুন ঢুকে পড়েছে ক্যালেন্ডারের পাতায়। দু'দিন আগে ছিল সরস্বতী পূজো। অফিসের সামনে দুয়েকটা গাছ ঝরা পাতার স্মৃতি নিয়ে দিন গুনছে রং-বসন্তের। পেপার ওয়েটের নিচে চাপা দেওয়া চিঠিটায় ঠিক চোখ গেল মধুমিতাদির।

-যাবে তো এবার ?

-কোথায় ? চোখ তুলে তাকায় বৈভব।

-বইমেলায় কবিতা পড়তে। মিষ্টি করে হাসে মধুমিতাদির।

-না না। এখনই ছুটি নিলে বছর যাবে কি করে ! মনিটরে চোখ বৈভবের।

-আরে ছাড়ো তো ! প্রত্যেকবার এক বাহানা। আমি স্যারের সাথে কথা বলবো। তুমি এপ্লিকেশনটা রেডি করো প্লিজ। মধুমিতাদির চোখে মুখে সিরিয়াস ভাব। ছোট ছেলেরটার জ্বর। তবু অফিস এসেছে। ফোন করেছিল ছুটির জন্য। বস রাজি হননি। আসলে জরুরি একটা রিপোর্ট আজই পাঠাতে হবে হেড অফিসে। মধুমিতাদি ছাড়া হবেনা কাজটা। এসবের মাঝখানেও বৈভবের যাওয়া নিয়ে ভাবছে ! মনটা কৃতজ্ঞতায় নুয়ে এলো ক্ষণিকের জন্য। বাসন্তী রঙের শাড়িটায় ভীষণ ভালো লাগছে মধুমিতাদিকে। কালও শাড়িটা পড়ে এসেছিল। গতকালকের পারফিউম আজ সামান্য আবছায়ায় ঘেরা। বৈভব কোন কথা বলে না। চোখে চোখ রেখে হাসে সামান্য। তারপর কি-বোর্ডে আঙ্গুল চালাতে থাকে। ছুটি চাই ! ছুটি।

।।নীল দিগন্তে।।

খুব একটা বেরোনো হয় না। তবু বেরিয়ে পড়লে ভালো লাগে। আগরতলা যেতে এখন বাসে চেপে বসলেই হয়। চকচকে জানালার কাচে পিছলে পিছলে সরে যেতে থাকে কিছু সবুজ। রুগ্ন নদীর অপুষ্ট বুক। মিশ্র বসতি। কোথাও পথের পাশে পসরা নিয়ে রোদে স্নান করছে কয়েকজন। বাস থামে। চায়ের গন্ধ ভেসে আসে। লঘুস্বরে কথা বলে নববিবাহিত দম্পতি। ভালো লাগে বৈভবের। ইচ্ছে-অনিচ্ছের পাদানিতে পা রাখে। সিগারেট ধরায় বাতাস আড়াল করে। অনভ্যাসের কাশি সুড়সুড়ি দিলে, অকারনে হাসি পায় তার। বৈঠাংবাড়ির বাজারে রোদের সাথে পাল্লা দিয়ে ভিড় জমেছে। রোদ নেতিয়ে গেলে ঝুপ করে বারণ হয়ে যাবে কোলাহল। বিকিকিনি সেরে ঘরে ফিরবে সরলমতি মানুষ। বৈভবের চোখের সামনে ছবির পরে ছবি ধরা দেয়।

২য় পাতায়

আর মনের ভেতর বাসা বাঁধতে থাকে দু একটা শব্দ। আধাখানা পংক্তি। যেন ঝর্ণা জলে মন ভরে নেয় এনামেলের কলস। আর ফোঁটায় ফোঁটায় ভেজাতে থাকে বসন্তের ধুলো মাখা পথ। রাধানগর বাস স্ট্যান্ডে আগে থেকেই অপেক্ষায় ছিল প্রদীপ্ত। ছেলেবেলার বন্ধু। প্যারামেডিকেল পাশ করে একটা নার্সিংহোমে ঢুকে গেছে। আগরতলা এলে প্রদীপ্তর ভাড়া বাড়ি বৈভবের আস্তানা। লেখালেখির ধার না ধরলেও বৈভব আর প্রদীপ্ত হরিহর আত্মা। জয়ন্ত স্যার নাম দিয়েছিলেন মানিকজোড়। প্রদীপ্ত ভাড়া থাকে রামনগর সাত নম্বরে। মালিক ভীষণ ভালো। কালে ভদ্রে আসা যাওয়ায় বৈভবকেও ভালোবাসেন। ও এলে ভালোমন্দ রান্না হয়। চারটার আগেই স্কুটিতে দু'জনে পৌঁছে গেল বইমেলায়। এ সময় ভিড় থাকে না। সিরিয়াস আর বয়স্ক পাঠকরা স্টলে স্টলে ঢুঁ মারেন প্রিয় বইয়ের খোঁজে। মঞ্চে আলোচনা বা কবিতা পাঠ চলে। শ্রোতা কম। এই চেহারা অবশ্য নতুন কিছু নয়। বৈভবকে নামিয়ে ফিয়ে যায় প্রদীপ্ত। পরে এসে নিয়ে যাবে। একা একা বিস্তীর্ণ প্রান্তরে হাঁটতে থাকে বৈভব। স্টলে স্টলে ফুটে আছে জানা-অজানা অসংখ্য বই। কয়েকটা কিনতে হবে। মনে মেনে বেছে রেখেছে। আনমনে হাঁটতে হাঁটতে একসময় এসে পৌঁছে যায় মঞ্চের কাছাকাছি। পরিচিত দুয়েকজন রয়েছেন। চোখাচোখি হয়। বিনিময় হয় কৃপণ হাসি। অথচ প্রাণ খুলে একটু হাসতে পারলে ভালো লাগতো। স্বচ্ছন্দ হওয়া যেত পরিবেশের সাথে। কবিতা পাঠ পর্ব শুরু হতে মোবাইল বার করে বৈভব। অন্য কিছু আনা হয়নি। বেশিরভাগ লেখালেখিই মোবাইল বন্দী। ওখান থেকেই পড়ে নেওয়া যাবে। স্ক্রিন অন করতে গিয়ে আকাশ থেকে পড়ে বৈভব। গাড়িতে বসে দেখেছিল চার্জ শেষের পথে। ভেবেছিল প্রদীপ্তর বাসায় চার্জ করে নেবে। মনে নেই পুরো স্যুইচ অফ এখন। মঞ্চে একে একে একে নাম ডাকা হচ্ছে। মনে মনে হাসি পায় তার। একটা কবিতা না পড়লে কি আর এমন হবে !

-আপনি বৈভব রায় তো ! ঘাড়ের কাছে কে যেন জানতে চায়।

-হ্যাঁ। পেছনে তাকায় বৈভব। টানা টানা এক জোড়া চোখ। কপালের পাশে ঢেউ হয়ে নেমে এসেছে কয়েকগাছা চুল।

-আমি মৃত্তিকা। আপনার কবিতার ফ্যান।

-কোথায় পড়লে আমার কবিতা ?

-ফেসবুকে। ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে রেখেছি কবেই। একসেপ্ট করেননি। বড় অহংকারী কবি আপনি। এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলতে বলতে পাশের চেয়ারে এসে বসে মৃত্তিকা।

-স্যরি স্যরি। খেয়াল করিনি একদম। কিছু মনে করবেন না প্লিজ। বৈভবের গলায় অনুতাপ।

-আজ মন ভালো করা একটা কবিতা পড়বেন, তাহলেই কিছু মনে করব না।

-কিন্তু সমস্যা হলো যে ! মোবাইল স্যুইচ অফ। পড়বো কী করে !

-সে কি ! বই খাতা কিছু আনেন নি ? বিস্ময় ঝরে ঝরে পড়ে মৃত্তিকার গলায়।

-আনিনি কিছু। ভেবেছিলাম টাইমলাইনের কবিতাগুলো থেকে কোন একটা পড়ে নেব।

-দাঁড়ান দাঁড়ান। আমি আপনার প্রোফাইল খুলছি। ব্যস্ত হাতে মোবাইল ঘাঁটে মৃত্তিকা।

-নিন, কোনটা পড়বেন দেখুন। মোবাইল এগিয়ে দেয় সে।

-তুমিই বেছে দাও না হয় ! অজান্তে আপনি থেকে তুমিতে নেমে আসে বৈভব। সামান্য দূরেই বুঝি উড়ে গেল মন কেমনের পাখপাখালি।

।।গোধূলি।।

কবি সম্মেলন শেষ হতে হতে অস্তমিত সূর্যের আলোয় ভরে ওঠে আকাশ। মধুমিতাদি একটা ছবি তুলতে বলেছিল। তোলা হলো না।

আলোকময় মেলা প্রান্তরে মৃত্তিকার একজোড়া চোখই যেন ছবি হয়ে আছে এই মুহূর্তে।

(৪২তম আগরতলা বইমেলা উপলক্ষে বিশেষ নিবন্ধন।)

****